এই ‘ভারত’ নামটি কোথা থেকে এলো?

আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্

আমাদের কোলকাতার অর্নব বাবু আর বিপ্লব বাবু কথায় কথায় নিজেদেরকে ভারতীয় বলে দাবী করেন। সেটি ভালো, তবে তারা একটি বারও এই ভারত শব্দটির ব্যুৎপত্তি কি, তা আমাদের কাউকে বলেন নি। শুধু তিনি নন, রবি ঠাকুরও এটি নিয়ে আমার মনে হয় নি তিনি মাথা ঘামিয়েছেন। উনি তো কবি ছিলেন, তাই হয়তো এতোটা খেয়াল করেন নি। আগে থেকেই বলে রাখছি - ভারত শব্দটি কিন্তু এসেছে হিন্দু শাস্ত্র থেকে। তাই এই নামটির প্রতিটি কোষে কোষে ছড়িয়ে আছে হিন্দুয়ানীর গন্ধ (আমি খারাপ বা দুষ্টামির ছলে এ’কথাটি বলছি না)।

এই উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের লোকরা এখনও কিন্তু ইন্ডিয়াকে বলে হিঁন্দুস্থান। লাহোরের উর্দু কবি ইকবাল অনেক আগে তাঁর জন্ম ভূমির প্রতি দরদ ও আনুগত্য দেখাতে গিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন যার মধ্যে লিখা ছিল -

‘‘সারা জাহান সে আচ্ছা হিন্দোস্তা হামারা, হাম বুলবুলি হায় ইস্‌কে, ইয়ে গুলসিতাম হামারা॥’’

এই উপমহাদেশকে হিন্দুস্তান বলতে তাঁর মনে এতটুকুও বাধে নি ! ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর ইন্ডিয়াকে ‘ভারত’ নাম কেন দেয়া হলো হিন্দুস্তান না রেখে? সেটা একটু খতিয়ে দেখার দরকার বলে আমি মনে করি। আরেকটি কথা যেটি না বললেই নয় - সেটি হচ্ছে এই যে, আমাদের উপমহাদেশে কোনো কালেই একটি বিশাল দেশ ছিলো না। বৃটিশ রাজ এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে তারপরই পুরো উপমহাদেশটিকে একটি বিশাল দেশে পরিণত করে। আমার এই মন্তব্য শুনে পাঁড় হিন্দুরা বলবেন, ‘এটি ঠিক নয়। কেন? ভারত রাজাতো আসমুদ্রহিমাচল নিয়ে একটি দেশে রাজত্ব করতেন।’’ সেটি অবশ্য ঠিক, তবে কিনা কেবলই কিংবদন্তির ইতিহাসে তাও আবার রূপকথার রাজ্যে এক রাজা ছিলেন যার নাম ভারত। লোকগাথা মতে ভারত রাজা নাকি সারা উপমহাদেশ জুড়ে একটি দেশ তৈরী করেছিলেন। আমি পরে ভারত রাজা সন্বন্ধে কিছু দৃকপাত করবো না হয়। এখন বরং ১৯৪০ সনে ফেরৎ যাই।

১৯৩০-১৯৪০ সনে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস পার্টি ভালই বুঝতে পেরেছিল যে অচিরেই দেশটি স্বাধীন হতে যাচ্ছে। তখন থেকে নেহেরুসহ অন্যান্য কংগ্রেস রাজনীতিবিদরা চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন যে, এই নব স্বাধীন দেশটির নামা কি হতে পারে? মুঘলরা কিন্তু এই দেশটিকে বলতো হিন্দোস্তান বা হিন্দোস্তাঁ। তাই অনেকেই এই নামটি পছন্দ করেছিল। তবে আরেকদল চাইলেন এই দেশের নাম হোক ‘ভারত’। তারা নেহেরুওকে বুঝালো যে হিন্দুস্তান নামটি মুসলমানরা কখনই মেনে নিবে না। আর পাঁড় হিন্দুরা ভারত নামটির দিকে ঝুকে পড়লো কেন সেটাই এবার লিখছি।

ভারত নামটা কি ‘মহাভারত’ বই থেকে নেয়া? উত্তরটি এত সোজা নয়। কেউ কেউ বলবেন হ্যাঁ আবার কেউ কেউ বলবেন না। দু’দলই ঠিক। সংস্কৃত মহাকবি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নাকি খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীতে এই মহাকাব্যটি রচনা করেন। এই কাব্যটি সম্ভবতঃ দ্বাপর ও কলি যুগের সন্ধিক্ষণে দিল্লির অনতিদূরে কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটিকে নিয়ে লিখা। হিন্দু পণ্ডিতদের অনেকের এই ধারণা যে যুদ্ধটি যিশুখ্রীষ্টের জন্মের ২,৫০০ বছর আগে ঘটেছিল। অতএব, ঘটনাটি এখন থেকে প্রায় ৪,৫০০ বছর আগে ঘটেছিল।

ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলে গন্য করে কেননা এই কাব্যে শ্রী কৃষ্ণ (বিষ্ণুর অবতার) অর্জুনকে রণভূমিতে শকটে বসে যে হিতোপদেশ করেছিলেন সেটাই হচ্ছে ভগবতগীতা। সে’জন্য হিন্দুরা এই মহাকাব্যকে তাদের ধর্মগ্রন্থের অনেকগুলোর মধ্যে একটি

বলে বিবেচনা করে। মহাত্মা ব্যাস রচিত এই কাব্যটির প্রথম নাম ছিল ‘জয়’। মুনি বৈশম্পায়ন এই কাব্যের পরিধি আরো বাড়িয়ে এর নাম দেন ‘ভারত’। পরিশেষে মুনি সৌতি আরো অনেক কথা এনে এই কাব্যে সংযোজিত করেন; ফলে এর আকার বৃদ্ধি পায় অনেক। মুনি সৌতি এই মহাকাব্যাটির নাম পরিবর্তন করে রাখলেন ‘মহা ভারত’। এইতো গেল মহাভারতের নামাকরনের ইতিকথা।

এখন না হয় ফেরৎ আসি ভারত রাজার পরিচয় কি সেটি উদঘাটন করতে। আদতে ভারত রাজা বলে কেউ ছিলেন কিনা তা কখনো জানা যাবে না। লোকগাথা মতে ‘ভারত’ নামে এক মহা পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন যিনি আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপী এক দেশ এই উপমহাদেশে স্থাপন করেছিলেন। আগেই বলেছি এটা একটি কিংবদন্তীর ইতিহাস। কোনো দলিল বা প্রমাণ দিয়ে এটা স্থাপন করা কখনোই যাবে না। লোকগাথা মতে শকুন্তলার ছেলের নাম ভারত। আমি দিন কয়েক আগে মহাকবি কালিদাশ রচিত নাটক ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ বইটির বঙ্গানুবাদ পড়ি খুব সময় নিয়ে আর অভিনিবিষ্ট চিত্তে। আদি বইটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত, আর আমি যেটি পড়েছি তা অনুবাদ করেছেন শ্রী সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ। অত্যন্ত সুপাঠ্য এই নাটকটি, সেই হেতু সবাইকে কালিদাশের নাটক ও কবিতা পড়তে অনুরোধ করছি।

শকুন্তলা রাজা বিশ্বামিত্রের দুহিতা, তবে কোনো এক কারণে তিনি পরিত্যক্তা হোন বন মাঝে। কণ্ব নামে এক মুনি এই শিশু কন্যাকে লালন পালন করেন বনে তাঁর আশ্রমে ।

বিশ্বামিত্র একবার এক কঠিন তপস্যায় মগ্ন হলে স্বর্গের দেবতারা এতে ভীত-সন্ত্রস্থ হোন। এই তপস্যা ভাঙানোর জন্য এক মোক্ষম ‘বায়োলোজিক্যাল অস্ত্র’ (স্বর্গের মায়াবতী অপ্সরা মেনকা) তাদের হাতেই ছিল। মেনকা দেবতাদের কথানুযায়ী মর্ত্যে গিয়ে বিশ্বামিত্রের ধ্যাণ ভঙ্গ করেই যে ক্ষান্ত হলো তা নয়, রাজার সাথে যৌন-সম্ভোগে মিলিত হলো। ফল সরূপ জন্ম নিল শকুন্তলা।

কণ্বমুনি যে বনে থাকতেন সেই অঞ্চলের রাজা ছিলেন দুষ্মন্ত। সেই রাজা একবার বন্য জন্তু শিকার করতে এলেন এই বনে। কণ্বমুনি তখন বনের বাইরে অন্য কোথাও ছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত অবিবাহিত ছিলেন না, রাজপুরীতে তার অনেক ক’টি স্ত্রীও ছিল। তবুও বনমধ্যে এই সুন্দরী মুনি কন্যাকে দেখামাত্র শকুন্তলার প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি। এই কিশোরীর সাথে দৈহিক সম্ভোগ তো করেই ছাড়লেন অতি শীঘ্রই তবে যাবার আগে তাকে একটি আংটি দিয়ে গেলেন উপঢৌকন সরূপ। কালিদাশ এই দেহ মিলনের পাটটিকে আইন সঙ্গত করার জন্য বন মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ বা মুনি ঋষি ছাড়াই এক দ্রুত বিয়ের আয়োজন করলেন (কালি দাশ প্লট-বিন্যাসে যে দক্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই!)। রাজা চলে গেলেন রাজপুরীতে, আর প্রেমাতুরা শকুন্তলা পড়ে রইলো বনমাঝারে। কণ্বমুনি এসে সবই শুনলেন সব কথা । শকুন্তলা যে এরি মধ্যে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়েন সেটি লুকিয়ে রাখার কোনো আর উপায় ছিল না। তার ক’দিন পর শকুন্তলার এক ছেলে ভূমিষ্ট হলো। তার নাম দেয়া হলো ভারত। কণ্ব মুনি অনেক ভেবে চিন্তে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে ছেলে সহ শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত রাজার কাছে গিয়ে তার নিজ স্থান দখল করে নিতে হবে। তাই তিনি বেশ ক’জন লোক দিয়ে গহীন বনের মাঝ দিয়ে পুত্রসহ শকুন্তলাকে রাজার বাড়ীতে পাঠান। রাস্তায় এক নদীতে শকুন্তলার হাত থেকে সেই দুষ্মন্তের দেয়া আংটি খানা হারিয়ে যায়। এদিকে রাজসভায় বসে রাজা শকুন্তলাকে দেখেও চিনতে পারলেন না। নাটকে বলা হয়েছে যে দেবতাদের অভিশাপে রাজের নাকি স্মৃতিভ্রম ঘটেছিল। যাহোক, অনেক কাণ্ডের পর রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারেন আর তাকে রাণী হিসাবে গ্রহন করেন। লোকগাথা মতে দুষ্মন্তের মৃত্যুর পর শকুন্তলার ছেলে ভারত রাজা হোন এবং অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন আর তার পরিধি অনেক বিস্তৃতি করেন।

এইতো ভারত রাজার কাহিনী। এই রাজার নামে হিন্দুস্তানের নাম দেয়া হলো ভারত। তবে ভারত শব্দটা হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদ বইটিতে আছে। অগ্নির অপর নাম হচ্ছে পাবক বা

ভারত। আবার কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন ভারত মানে হচ্ছে জ্ঞান। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতরা মনে করেন যে শকুন্তলা-দুষ্মন্তের ছেলে ভারতের নাম করে এই হিন্দুস্তানের নাম দেয়া হয়েছে ভারত।

তাহলে এটাই সত্য যে ভারত নামটি হিন্দু শাস্ত্র থেকে বের হয়ে এসেছে। খানিকের মোহে পড়ে রাজা দুষ্মন্ত যে কাণ্ডটি বনের মাঝে করেন তার কারণেই শকুন্তলা অন্তঃসত্ত্বা হোন । ভারত রাজার জন্মটিকে আইনতঃ সিদ্ধ করার জন্য কালিদাশসহ আরো অন্যান্য পুরানো সাহিত্যিকরা সুনিপুন এক কৌশল করে ঝটপট বিয়ে লাগিয়ে দেন। এই বিয়েকে বলা হয় গান্ধর্ব বিবাহ যেখানে অভিবাবকের মতামতের কোন বালাই নেই। দু'জন অনুরুক্ত হলেই হলো। ব্যাস, লেঠা চুকে গেল। বাংলাদেশের দুষ্ট লোকরা যদি ভারতকে শকুন্তলার জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে, তবে কি সেটা গর্হিত কাজ হবে? আর ভারত রাজার মা শকুন্তলাও তো ধোয়া তুলশী পাতা নন। দেবতাদের আদেশে স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে মর্ত্যে এনে রাজা বিশ্বামিত্রের সাথে যৌনসম্ভোগ করিয়ে তারপর রাজার তপস্যা ভাঙ্গানো হয়; ফল সরূপ শকুন্তলা এই ধরায় এলো। দেবতারা কেবল চালাকই নন নিষ্ঠুরও বটে। মেনকাকে স্বর্গে ফেরৎ পাঠানো কেননা সে স্বর্গের মেয়ে দেবতাদের ফষ্টিনষ্টি করার জন্য তার দরকার। তাই শকুনকে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে বনের মাঝারে কণ্ব মুনির আশ্রমে পাচার করা হলো। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারত রাজার 'প্যাডিগ্রি' খুব একটা যুতসই নয়। তবুও হিন্দুরা এই রাজার নামে পুরো দেশটির নাম ভারত রেখে দিল।

পণ্ডিত নাহেরুর নামের অগ্রভাগে পণ্ডিত শব্দটি এটে দিলেও তিনি কিন্তু সাহেব ছিলেন অন্তরে। খ্রীষ্টানদের ইংরেজী স্কুলে তার লেখা পড়া, আর যৌবনে পড়ছেন ইংল্যন্ডের ক্যাম্ব্রীজে। তাই পুরান বা মহাভারত পড়ার সুযোগ তিনি কখন পেলেন? ভারত রাজার জন্ম কাহিনী অতশত জানতেন না। আর রবি ঠাকুর ছিলেন কবি মানুষ। কালিদাশের হৃদয় উপচানো 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়ে উনি হয়তো শকুন্তলার দুষ্মন্ত-বিরহে কাতর হয়ে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন যে ভারত হচ্ছে এক রাজার যৌনাচারের ফল। যাক, যে কারণেই হোক না কেন এরা সবাই সম্মতি দিলেন হিন্দুস্তানের নাম রাখা হোক ভারত। আর সেটিই হলো। হিন্দু পণ্ডিতবর্গরা সাতিশয় চালাকি করে কিন্তু এই শাস্ত্রীয় নামটি কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ-আমজনতার মনের মণিকোঠায় স্থাপন করে।

এইতো হলো ভারত নামের ইতিহাস। আমার দেয়া হিন্দুয়ানী তথ্যে যদি গড়মিল থেকে থাকে তবে তা সংশোধন করে দিলে চির বাধিত হবো।
——————————-
আঃ হাঃ জাফর উল্লাহ্ ইথাকা, নিউ ইয়র্ক থেকে এই লিখাটি লিখেছেন।